রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, নভেম্বর ৮, ২০১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৪ কার্তিক ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/০৮ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪.০৪৩.১৬.৩২১—গত ৩০ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে ইউনেসকো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে প্রদত্ত ভাষণ বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসাবে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

২। ইউনেসকো'র এ স্বীকৃতির মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষ বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব এবং বাঙালি জাতির মুক্তি সংগ্রামে তাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রদর্শনের বিষয়ে বিশদভাবে অবহিত হওয়ার সুযোগ পাবে। একইভাবে এই কালোত্তীর্ণ ভাষণটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ন্যায় এবং মুক্তির পথে সতত উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে সংরক্ষিত হয়ে থাকবে। সেইসঙ্গে এই অসাধারণ ভাষণ বাঙালি জাতি এবং সকল মুক্তিকামী মানুষকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে অনুপ্রেরণার অনন্য উৎস হিসাবে শক্তি যোগাবে।

৩। এ স্বীকৃতি অর্জনের মধ্য দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উষ্ণ অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ২২ কার্তিক ১৪২৪/০৬ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের বৈঠকে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

৪। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত অভিনন্দন প্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

(১৬৭১৫)
মূল্যঃ ৮.০০ টাকা

মন্ত্রিসভার অভিনন্দন প্রস্তাব

ঢাকা: ২২ কার্তিক ১৪২৪ / ০৬ নভেম্বর ২০১৭

গত ৩০ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে ইউনেসকো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে প্রদত্ত ভাষণ বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসাবে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করেছে। ইউনেসকোর মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হল বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা ঐতিহ্যবাহী গুরুত্বপূর্ণ দালিলিক তথ্যাদি যথা: দলিল, নথি ও বক্তৃতা সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তা সাধারণ্যে সহজপ্রাপ্য করা। ইউনেসকোর মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড প্রোগ্রাম ১৯৯৭ সাল থেকে শুরু করে প্রতি দুই বছর অন্তর এই ঐতিহাসিক দলিলগুলোর তালিকা প্রকাশ করে আসছে। এ পর্যন্ত সারা বিশ্বের মোট ৪২৭টি দলিলকে এ স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ জাতির ইতিহাসের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। অসীম সাহসিকতায় বজ্রকণ্ঠে যে যুগান্তকারী ভাষণ তিনি দিয়েছিলেন তা ছিল মূলত বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ, স্বাধীনতার প্রকৃত ঘোষণা। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে প্রত্যয়ী চেতনায় উচ্চারিত হয়েছিল — 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। তাঁর এই উচ্চারণের অগ্নিস্ফুলিঙ্গে প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে সারা বাংলার গণমানুষের সংগ্রামী চেতনা, শুরু হয় ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি। মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে পুনঃ পুনঃ প্রচারিত জাতির পিতার এই বজ্রকঠিন কণ্ঠধ্বনি মুক্তিযোদ্ধাসহ সর্বস্তরের বাঙালির জন্য ছিল নিরন্তর উদ্দীপনার উৎস ও সঞ্জীবনী শক্তি। এই ভাষণ নেলসন ম্যান্ডেলার ভাষায় – "বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল দলিল"; ফিদেল ক্যাস্ট্রো একে আখ্যায়িত করেছিলেন - "একটি অনন্য রণকৌশলের দলিল" হিসাবে।

ইতিহাসবিদ ও লেখক জ্যাকব এফ ফিল্ড বিরচিত 'উই শ্যাল ফাইট অন দ্য বিচেস: দ্য স্পিচেস দ্যাট ইন্সপায়ার্ড হিস্ট্রি' শীর্ষক গ্রন্থে গত আড়াই হাজার বছরের বিশ্বের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী যুদ্ধকালীন বক্তৃতাগুলোর মধ্যে গুরুত্বের সঙ্গে স্থান পেয়েছে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক এই ভাষণ।

জাতির পিতার এই যুগসৃষ্টিকারী ভাষণে উচ্চারিত হয়েছে ২৩ বছরের পাকিস্তানি দুঃশাসনে বাংলার মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস; শোষণ-বৈষম্যের শিকার অধিকারবঞ্চিত বাঙালি জাতির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূলমন্ত্র। এই ভাষণে অনুরণিত হয়েছে মুক্তিকামী মানুষের শাশ্বত অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি, আত্মান্বেষণের প্রেরণা, স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান, জনযুদ্ধের কৌশলগত নির্দেশনা এবং এ দেশের মানুষের মুক্তির জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের বজ্রশপথ। ১৯৪৮-এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু হওয়া বাঙালি জাতির স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামে নেতৃত্বের পুরোধা হিসাবে বঙ্গবন্ধু একের পর এক যে গণআন্দোলনের ইতিহাস সৃষ্টি করে যাচ্ছিলেন তারই চূড়ান্ত অভিব্যক্তির প্রকাশ তিনি ঘটান তাঁর এই বজ্রনিনাদিত ভাষণে। বঙ্গবন্ধু তাঁর সহজাত ধীসম্পন্ন বিচক্ষণতা, অসাধারণ দূরদর্শিতা ও প্রগাঢ় রাজনৈতিক প্রজ্ঞার দ্বারা তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি, মুক্তিকামী বাঙালি জাতির আবেগ ও আকাঙ্ক্ষাকে একসূত্রে আবদ্ধ করেন এই মহাকাব্যময় ভাষণের মধ্য দিয়ে - গড়ে ওঠে জাতীয় ঐক্য – শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ – বিশ্বের মানচিত্রে স্থান করে নেয় একটি স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র - বাংলাদেশ। পৃথিবীর ইতিহাসে এইরূপ গভীর তাৎপর্যবহ, যুক্তিনিষ্ঠ, দুর্বার গণজাগরণ সৃষ্টিকারী ভাষণের নজির বিরল।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শোষণ-বৈষম্যহীন সমাজগঠন ও রাষ্ট্রদর্শনের ক্ষেত্রে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে।

ইউনেসকো'র এ স্বীকৃতির মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষ বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব এবং বাঙালি জাতির মুক্তিসংগ্রামে তাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রদর্শনের বিষয়ে বিশদভাবে অবহিত হওয়ার সুযোগ পাবে। একইভাবে এই কালোত্তীর্ণ ভাষণটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ন্যায় এবং মুক্তির পথে সতত উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে সংরক্ষিত হয়ে থাকবে। সেইসঙ্গে এই অসাধারণ ভাষণ বাঙালি জাতি এবং সকল মুক্তিকামী মানুষকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে অনুপ্রেরণার অনন্য উৎস হিসাবে শক্তি যোগাবে।

জাতির পিতার কালজয়ী এই ভাষণের ওপর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান বিরচিত কবিতা:

৭ই মার্চ
মহাকাব্যের জন্ম

বজ্রকণ্ঠে "ভায়েরা আমার"
যখনই কর্ণে শুনি
লক্ষ কোটি বারে বারে শুনি
হৃদয় প্রতিধ্বনি।

তেইশ বছর মুমূর্ষু বাঙালির
বঞ্চনা ইতিহাস
নির্বাচনে জিতেও গদিতে বসার
পাইনিকো অবকাশ।

দেশ রক্ষায় কেনা গুলি
মারছ আমারই বুকে
রক্ত দিয়েছি আরও চাই দেব
দেখি কে আমায় রুখে।

৭ই মার্চে বাঙালির নেতা
দিয়েছিল ডাক স্বাধীনতার
দিয়েছিল ডাক প্রস্তুত হও
শত্রু রুখতে যা আছে যার।

বলেছিল পিতা বন্ধ থাকবে
কোর্টকাচারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
পূর্ব বাংলার ব্যাংকের টাকা
যাবে নাকো আর পাকিস্তান।

আর যদি একটা গুলি চলে
আমার লোককে করা হয় হত্যা
ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল
জেগে ওঠ বীর বাঙালির সত্তা।

হুকুম দেওয়ার নাও যদি পারি
সব করে দেবে বন্ধ
দিব্য চোক্ষে দেখেছিল জয়
ছিল নাকো দ্বিধা দ্বন্দ্ব।

মরতে শিখেছি দাবানো যাবে না
শুনেছি বজ্রকণ্ঠ তাঁর
"এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার"।

বাঙালি শুনেছে বুকের গহিনে
নেতা যা বলেছে কথাতো তার
শুরু হয়েছিল শত্রু হটাও
তাইতো যুদ্ধ স্বাধীনতার।।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত একাত্তরের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসাবে স্বীকৃতি অর্জনের মধ্য দিয়ে ইউনেসকোর মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের অবস্থান আরও সুসংহত হয়েছে। এ স্বীকৃতি অর্জনের মধ্য দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করায় মন্ত্রিসভা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উষ্ণ অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছে। এ ছাড়া মন্ত্রিসভা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd